চতুর্থ অধ্যায়

বলশেভিক বিপ্লব

প্রশ্ন ▶ ১ শিক্ষক নেতা দাশগুপ্ত আশীষ কুমার এক বক্তৃতায় বলেন- 'বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শকে কেন্দ্র করে ইতিহাসে একাধিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। ওই বিপ্লব সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আনে পরিবর্তন। ইউরোপের একটি বৃহৎ রাষ্ট্রেও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এমন এক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। যা মার্কসিয় মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। ওই বিপ্লব পুঁজিবাদি সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে কৃষক-শ্রমিকের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। শুধু রাজনীতিই নয়, চিন্তাজগতেও এর প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যায়- ওই বিপ্লবের ফলাফল সুদূরপ্রসারি।

◀ শিখনফল: ১ ও ৫

ক. Das kapital কে রচনা করেন? ১

খ. হিটলারের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। ২

গ. ওই বিপ্লব পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে কৃষক-শ্রমিককের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপ্লবের ফলাফল বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Das Kapital কার্ল মার্কস রচনা করেন।

খ হিটলার ১৮৯৯ সালের এপ্রিলে ব্রাউনাউ (অস্ট্রিয়ার) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা অ্যালোয়েন্স ছিলেন শুল্ক বিভাগের সামান্য চাকুরে। মা ক্লারা ছিলেন নারী কৃষক। হিটলার চেয়েছিলেন তিনি একজন চিত্রশিল্পী হবেন। লাসবাক, লিনৎসে ও স্টেইয়ারে স্কুলজীবন সমাপ্ত করে তিনি রাজধানী ভিয়েনায় গমন করেন। এখানে আঁকার স্কুলে ভর্তি হতে ব্যর্থ হন এবং সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তার ভাষণ সবাইকে আকর্ষণ করে।

গ বলশেভিক বিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে কৃষক শ্রমিকের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। মূলত পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় শিল্পপতিগণের হাতে সকল ধনসম্পদ কুক্ষিগত থাকে। আর দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও শোষণের শিকার হন শ্রমজীবী মানুষ। অপর দিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এ সকল সমাজ পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে ব্যক্তিমালিকানাকে অস্বীকার করা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজে শোষণ, বঞ্চনাকে রোহিত করে সার্মের ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ গঠনের প্রয়াস চালানো হয়। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজের কৃষক-শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের মধ্যকার সকল পার্থক্যকে অস্বীকার করা হয়েছে। এ বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজে কৃষক শ্রমিকদের কাজের স্বাধীনতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। মালিকপতি বা পুঁজিপতিদের তৈরিকৃত শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে এসে এক মুক্ত জীবনের সঞ্চায়নে বিপ্লবীরা ব্যাপৃত থাকে। তাই বলা যায় এই বিপ্লব পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে কৃষক-শ্রমিকের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী।

ঘ লেনিনের নেতৃত্বাধীন রুশ বিপ্লব বা বলশেভিক বিপ্লবের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

রুশ বিপ্লবের পূর্বে লেনিন শ্রমিকদের রুটি, কৃষকদের জমি এবং সৈনিকদের যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এজন্য বিপ্লবের পরপরই জার্মানির সাথে ব্রেস্টলিভস্কির সন্ধি দ্বারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে সরে আসেন। ফলে রাশিয়া তার কয়লা ও লৌহশিল্পের তিন-চতুর্থাংশ হাতছাড়া করে। তবে এর ফলে জার্মানির সাথে শান্তি স্থাপিত হওয়ায় রাশিয়া তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মনোযোগ দিতে সমর্থ হয়। আর রুশ বিপ্লবের ফলে পুরোনো প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙে ফেলা হয়। আর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পুঁজিবাদী অর্থনীতি বাতিল করে শিল্প-কারখানা, খামার, ভূ-সম্পত্তি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি সকল কিছুই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। আর প্রতিবিপ্লবী White Terror- এর উদ্ভব হলে Red Terror দ্বারা তাদের দমন করা হয়। আর ১৯২৪ সালে রাশিয়ায় একটি স্থায়ী সংবিধান গ্রহণ করে একে United Soviet Socialist Republic- USSR ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া রুশ বিপ্লবের পর রাশিয়া, সকল প্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ করা হলে যে কৃষি ও শিল্প মন্দা দেখা দেয় সেই অবস্থা দূর করার জন্য লেনিন ১৯২১ সালে তার নয়া অর্থনীতি ঘোষণা করে মিশ্র অর্থনীতি চালু করে। অধিকন্তু বিপ্লব পরবর্তীতে রাশিয়ার শিক্ষা-সংস্কৃতিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। তাই বলা যায় যে, রুশ বিপ্লবের ফলে শুধু রাশিয়াই নয় পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের কৃষক-শ্রমিকশ্রেণি শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ হয়।

প্রশ্ন ▶ ২ 'আলো-ছায়া জুট মিলের' মালিক বোরহানউদ্দিনের মৃত্যুর পর তার বড় ছেলে আজহার হোসেন উক্ত মিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। দায়িত্ব প্রাপ্তির পর তিনি অবহেলিত, নিপীড়িত শ্রমিকদের কল্যাণে কোম্পানির শেয়ার তাদের মাঝে বণ্টন করে দেন এবং তাদেরকে প্রশাসনিক বিভিন্ন দায়িত্বও প্রদান করেন। এতে কোম্পানিতে সবার অধিকার সমান হিসেবে পরিগণিত হয় এবং শ্রমিকদের শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটে। পুঁজিবাদী পরিবেশের পরিবর্তে সেখানে সমাজতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে ওঠে।

◀ শিখনফল: ৫

ক. পৃথিবীর ইতিহাসে সফল বুর্জোয়া বিপ্লব কোনটি? ১
খ. দ্বিতীয় নিকোলাসের শাসনে ধর্মযাজক রাসপুটিনের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তুমি কি মনে কর 'আলো ছায়া জুট মিলের' শ্রমিকদের জীবনে কী কী পরিবর্তন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর 'আলো-ছায়া জুট মিলের' দৃষ্টান্ত সমগ্র দেশের পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রভাব রাখবে? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর ইতিহাসে সফল বুর্জোয়া বিপ্লব ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব।

খ দ্বিতীয় নিকোলাসের শাসনে ধর্মযাজক রাসপুটিনের প্রভাব অপরিসীম।

স্বভাবগতভাবেই দ্বিতীয় নিকোলাস তার রানি আলেকজান্দ্রার প্রেমে বিমুগ্ধ। তিনি তার রানির সম্পূর্ণ করায়ত্তে ছিলেন। আর রানি আলেকজান্দ্রা তাঁর জীবনের সকল বিষয়ে ধর্মযাজকের পরামর্শ অনুসরণ করতেন। সংগত কারণেই রানির সম্পূর্ণ প্রভাবাধীন রাজা নিকোলাসের শাসনকার্যে এবং শাসননীতিতে রাসপুটিনের প্রভাব প্রতিফলিত হতো। তাই বলা যায়, দ্বিতীয় নিকোলাসের শাসনব্যবস্থায় রাসপুটিনের বেশ প্রভাব ছিল।

গ উদ্দীপকের আজহার হোসেনের পদক্ষেপে 'আলো-ছায়া জুট মিলের' প্রতিটি কর্মচারী-কর্মকর্তা মিলের মালিকানার অংশ পেয়েছে। এরূপ পদক্ষেপে মিলটিতে শ্রমিকদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে শ্রমিকেরা তাদের মজুরির বাইরেও মিলটি থেকে মালিকানা অংশ হিসেবে মুনাফা লাভ করবে। তারা এখন নিজেদেরকে কোম্পানির মালিক হিসেবে মনে করতে শিখবে। স্বভাবতই এতে তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে, ফলে জীবযাত্রার মান উন্নত হবে। শ্রমিকদের সার্বিক উন্নয়ন সাধনে এ পদক্ষেপ একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। আবার একজন শ্রমিক যখন একটি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে, তখন তার যে মানসিকতা থাকে, মালিকপক্ষের একজন হিসেবে তার এ মানসিকতা থাকবে না। সে তখন নিজেকে কারখানার একটি অংশ হিসেবে মনে করবে না। ফলে কারখানার উৎপাদন বাড়বে। উৎপাদন বাড়লে কারখানার আয় এবং শ্রমিকদের মাথাপিছু আয়ও বাড়বে। সামগ্রিকভাবে শ্রমিক উন্নয়নে আজহার হোসেনের পদক্ষেপটি একটি ইতিবাচক ফল আনবে।

ঘ উদ্দীপকের আজহার হোসেন সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় 'আলো-ছায়া জুট মিল'টিতে শ্রমিকদেরকে শেয়ারভুক্ত করেন। এটি তার মহৎ মানসিকতার একটি দৃষ্টান্ত। এখানে শ্রমিক আন্দোলন বা চাপের প্রসঙ্গটি নেই। এরূপ মহৎ কাজ থেকে দেশের অন্যান্য মালিকেরা অনুপ্রাণিত হতে পারেন, কিন্তু ফলাফল যে ব্যাপক আকারে ইতিবাচক হবে, তা ভাবার কারণ নেই। বরং অধিকাংশ মালিকপক্ষ এর বিরুদ্ধে অবস্থান করবেন। কেননা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হলো নিজ সম্পদকে আঁকড়ে ধরে রাখা এবং সম্পদ বৃদ্ধি করা। যে কারণে আমরা দেখি, বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব যাতে অন্যান্য দেশে না পড়ে, সেজন্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। একই কারণে পুঁজিবাদের সাথে সমাজতন্ত্রের সংঘাত দেখা যায়। মালিকপক্ষ শ্রমিকপক্ষকে পারলে যেখানে শোষণ করে সবসময়, সেখানে 'আলো-ছায়া জুট মিলের' অনুকরণে দেশে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে এমন ভাবা যায় না। তবে এ থেকে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে একটি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে পারে। পুঁজিবাদী শক্তির সাথে সংঘাত বাড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে এতে। সামান্য হলেও এর ফলে পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে একটি প্রভাব পড়বে। আবার কেউ কেউ আজহার হোসেনের পথও অনুসরণ করতে পারেন, যার সম্ভাবনা খুবই কম। অর্থাৎ সমগ্রদেশে এর প্রভাব সামান্য হলেও পড়তে পারে।

প্রশ্ন ▶৩ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করা মিতার শখ। সে ইউরোপের একটি দেশ ভ্রমণে গিয়ে দেখতে পেল সেখানে ব্যক্তিগতভাবে কারও কোনো সম্পদ নেই। সবাই কাজ করে অর্থ উপার্জন করে। প্রেসিডেন্ট থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার সংগ্রহ করে। মিতু কৌতূহলী হয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করে জানল, এ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি বিপ্লবের মাধ্যমে। বিপ্লবের পূর্বে সাধারণ মানুষ ছিল শোষিত ও নির্যাতিত। এখন সবাই সমান। ◀ *শিখনফল: ১, ৫*

ক. ডুমা কী? ১
খ. নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেন গৃহীত হয়েছিল? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিপ্লবের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিপ্লবের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বর্ণিত দেশে বিপ্লবপূর্ব ও বিপ্লবউত্তর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পার্থক্য বিচার কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাশিয়ার আইনসভা ডুমা নামে পরিচিতি।

খ রুশ বিপ্লব পরবর্তী অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি লাভের জন্য লেনিন কর্তৃক 'নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' গৃহীত হয়েছিল।

রুশ বিপ্লবের পর রাশিয়ার সকল প্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ করা হলে কৃষি ও শিল্পে দারুণ মন্দা দেখা দেয়। এর ফলে ১৯২০-২১ সালে রাশিয়ায় খাদ্য সংকট দেখা দেয়। সেই সাথে অনাবৃষ্টিতে শস্যহানি হলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।এ অবস্থা দূর করার জন্য লেনিন ১৯২১ সালে নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বিপ্লবের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯১৭ সালে সংঘটিত রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে বড় ধরনের যুগ সৃষ্টিকারী অধ্যায়। এ বিপ্লবের পেছনে রাশিয়ার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ভূমিকা ছিল। প্রাক বিপ্লব যুগে কৃষক শ্রমিক শ্রেণি ছিল নির্যাতিত ও শোষিত। অপরদিকে অভিজাতদের সকল সুবিধা দিত জার বা সম্রাট। রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে জারতন্ত্রের পতন হয় এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠিত হয়। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পুঁজিবাদী অর্থনীতি বাতিল করে শিল্প কারখানা ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি সকল কিছুই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত করে সকলকে শ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জনে বাধ্য করা হয়। রেশনিং পদ্ধতি দ্বারা খাদ্য বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। শহরের প্রতিটি পরিবারকে ব্রেডকার্ড বা রুটির কার্ড প্রদন করা হয়। সকল স্তরের মানুষ কার্ড

দেখিয়ে লাইনে খাবার সংগ্রহ করে। এভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, মিতা ইউরোপের যে দেশটিতে ভ্রমণে গিয়েছিল সেখানেও ব্যক্তিগতভাবে কারো সম্পত্তি নেই এবং সবাই কাজ করে অর্থ উপার্জন করে। সকল স্তরের মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার সংগ্রহ করে। আর এ নিয়ম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল একটি বিপ্লবের মাধ্যমে এবং এ বিপ্লবের পূর্বে সাধারণ মানুষ ছিল শোষিত ও নির্যাতিত।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, উদ্দীপকে বর্ণিত বিপ্লবটির সাথে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত দেশটির সাথে রাশিয়ার সাদৃশ্য রয়েছে। রাশিয়ায় বিপ্লবপূর্ব ও বিপ্লব-উত্তর আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান।

বলশেভিক বিপ্লব পৃথিবীর বিপ্লবের ইতিহাসে মাইলফলক ঘটনা। এ বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসে। এর ফলে রাশিয়ায় বিপ্লবপূর্ব ও বিপ্লব-উত্তর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে বিরাট ব্যবধান লক্ষণীয়। যথা—

প্রথমত, রুশ বিপ্লবপূর্ব সমাজব্যবস্থা কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। অভিজাত শ্রেণি সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত এবং সাধারণ জনগণ তথা কৃষক-শ্রমিক শ্রেণি শোষিত ও নির্যাতিত হতো। তবে রুশ বিপ্লবের পরে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি হলে সাধারণ জনগণ শোষণ-বঞ্চনা হতে রক্ষা পায়। সকল স্তরের জনগণ একই সামাজিক মর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় অধিকার ভোগের সুযোগ-সুবিধা পায়।

দ্বিতীয়ত, বিপ্লবপূর্ব সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত ছিল। ফলে এক শ্রেণি চরম ধনীতে পরিণত হয়। কিন্তু বিপ্লবের পরে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হলে ব্যক্তিগত মালিকানা আর থাকল না।

তৃতীয়ত, বিপ্লবের পূর্বে পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রচলিত থাকলেও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত হলে বিপ্লবউত্তর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু হয়।

চতুর্থত, রুশ বিপ্লবপূর্বে রাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা থাকলে বিপ্লবের পরে বলশেভিক পার্টির ক্ষমতাগ্রহণের মাধ্যমে একনায়কতন্ত্র সরকার ব্যবস্থা কায়েম হয়।

পঞ্চমত, রাশিয়ায় প্রাক বিপ্লব সমাজে শুধু সাধারণ মানুষ তথা কৃষক শ্রমিক শ্রেণি শ্রম দিতে বাধ্য ছিল। কিন্তু বিপ্লবের পর সকল স্তরের মানুষকে শ্রম প্রদান বাধ্যতামূলক ছিল। সর্বোপরি বলা যায় যে, রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে বিপ্লবপূর্ব আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৪ রেজাউল করিম তার থিসিসের তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে। তিনি লাইব্রেরিতে এসে 'Das Kapital' বইটি নিয়ে এ থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি এ বইটি পড়ে জানেন যে, এ গ্রন্থটির লেখকের লেখনীর প্রভাবেই ১৯১৭ সালে একটি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। আর রেজাউল সাহেব আরও জানেন যে, এই লেখকই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারা সূচনা করেন। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. The City of Sun- গ্রন্থটির প্রণেতা কে ছিলেন? ১

খ. চার্লস ফুরিয়ারের পরিচয় সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত রুশ বিপ্লবে কোন দার্শনিকের প্রভাবের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত বিপ্লবে ফ্রেডারিক অ্যাঙ্গেলস-এর প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক The City of Sun গ্রন্থটির প্রণেতা হচ্ছেন টমাজ্জো ক্যাম্পানেল্লা।

খ ফরাসি দার্শনিক চার্লস ফুরিয়ার ছিলেন একজন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ।

তিনি ১৭৭৩ সালে ৭ এপ্রিল ফ্রান্সের বিসানকননে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বস্ত্র ব্যবসায়ীর পুত্র। তিনি তার রচনায় সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণ হিসেবে দারিদ্র্যকে চিহ্নিত করেছেন। ফুরিয়ারের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালে বিপ্লব গতিপ্রাপ্ত হয় এবং প্যারিসে কমিউন গঠিত হয়। ১৮৩৭ সালের ১০ অক্টোবর তিনি প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।

গ উদ্দীপকে আমার পঠিত রুশ বিপ্লবে কার্ল মার্কস-এর প্রভাবের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

কার্ল মার্কস ছিলেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক। সমাজতন্ত্রকে একটি বিজ্ঞানসম্মত রাজনৈতিক আদর্শে পরিণত করার জন্য তিনি তার পুরোটা জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি 'The Poverty of Philosophy', 'The Manifesto of the Communist Party', 'A Critique of Political Economy', প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ সকল গ্রন্থে তিনি সমাজতন্ত্রের দিকনির্দেশনা, পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্কের ওপর বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া তাঁর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'Das Kapital'। এ গ্রন্থে তিনি দেখান যে, শিল্পবিপ্লব সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। তিনি এ গ্রন্থে সমাজতন্ত্রকে বাস্তব সমস্যার নিরিখে পরীক্ষা করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মানুষে মানুষে সম্পর্কের ধারাগুলোকে ব্যাখ্যা করে শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দিক নির্দেশনা প্রদান করেছিল যা রাশিয়ার জনমনে সমাজতন্ত্রের বীজ অঙ্কুরিত করেছিল। উদ্দীপকের রেজাউল করিম সাহেব লাইব্রেরিতে 'Das Kapital' গ্রন্থ পাঠ করে জানতে পারেন এই গ্রন্থ প্রণেতার লেখনীর প্রভাবেই ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়। শুধু তাই নয়, এই লেখকই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক।

উপর্যুক্ত আলোচনায় কার্ল মার্কসের পরিচয় ও অবদান লক্ষ করলে সুস্পষ্ট হয় যে, রেজাউল করিম সাহেব রুশ বিপ্লবে কার্ল মার্কসের প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতপূর্ণ বিপ্লব অর্থাৎ রুশ বিপ্লবে ফ্রেডারিক অ্যাঙ্গেলস এর প্রভাব অপরিসীম।

ফ্রেডারিক অ্যাঙ্গেলস জার্মানির একজন সফল শিল্পপতির জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। যুবক অ্যাঙ্গেলসকে তার বাবা ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে তাদের তুলার কারখানায় ম্যানেজারের দায়িত্বে প্রেরণ করলে তথায় তিনি শ্রমিকদের দুর্দশা দেখে ব্যথিত হন। তিনি

শহরের শ্রমিকশ্রেণির ব্যাপক দারিদ্র্য প্রত্যক্ষ করে মর্মাহত হন এবং ১৮৪৪ সালে রচনা করেন 'The Condition of the Working Class in England'. মার্কসের সাথে সাক্ষাৎ করে তিনি বুঝতে পারেন পুঁজিবাদ এবং এর বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের ধারণা একই রকম।

পরে তারা ইংল্যান্ডে এসে কমিউনিস্ট আন্দোলন সংক্রান্ত পুস্তিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন যার প্রথম খসড়াটি 'The Principles of Communism' অ্যাঞ্জেলস রচনা করেছিলেন। ১৮৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অ্যাঞ্জেলস 'রাইনল্যান্ড ডেমোক্র্যাটস' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। এ গ্রুপের কতিপয় নেতাকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। অ্যাঞ্জেলস-এর প্রকাশিত আরও কয়েকটি পুস্তক হলো– 'The Peasant War in Germany' (১৮৫০), 'Anti Diring' (১৮৭৮) এবং 'The Origine of the Family, Private Property and the State' (১৮৮৪) প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তার এ সকল গ্রন্থের সমাজতান্ত্রিক চিন্তার দ্বারা রাশিয়ান সমাজের জনগণ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

যার ফলশ্রুতিতে ১৯১৭ সালে 'বলশেভিক বিপ্লব' সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৫ রুপার বিয়ের অনুষ্ঠানে শিলা, শৈলী ও কণা সবাইকে আনন্দ দিতে ছোট পরিসরে মঞ্চ নাটকের আয়োজন করে। নাটকে শিলা লিও টলস্টয়, শৈলী দস্তয়ভস্কি ও কণা কার্ল মার্কসের চরিত্রে অভিনয় করে। নাটকের মূল বিষয় ছিল- রুপার বিয়ে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে এবং সেখানে রাষ্ট্রীয় অনেক ধরনের সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। *◀ শিখনফল: ২*

ক. কোন পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণি, কৃষক সমাজ এবং সাধারণ মানুষ বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল? ১

খ. 'বলশেভিক বিপ্লব উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হওয়া সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ের চূড়ান্ত পরিণতি।' ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রুপার বিয়ের নাটকীয় রূপ বাস্তবে পরিণত হতে কীসের পরিবর্তন আবশ্যক? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, কণা চরিত্রে বিপ্লবের অনুপ্রেরণা রয়েছে? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাশিয়ান কমিউনিস্ট তথা 'বলশেভিক' পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণি, কৃষক সমাজ এবং সাধারণ মানুষ বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল।

খ উনিশ শতকের মাঝামাঝি পুঁজিপতিদের শোষণ, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, শ্রমিকদের কল্যাণ প্রভৃতি সমস্যা অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিম ইউরোপে সমাজ পরিবর্তন, শ্রমিকশ্রেণির কাজের সময়, বেতনভাতা, ছুটি এবং পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এ পটভূমিতে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের উৎপত্তি ঘটে। ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী চার্লস ওয়েন ও ফরাসি সমাজতন্ত্রী মিখাইল বাকুনিনের হাত ধরে উনিশ শতকেই সমাজতন্ত্র একটি রাজনৈতিক মতাদর্শে পরিণত হয়। এসব সমাজতন্ত্রী ইউরোপের সমাজ ও রাজনীতিতে সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও পরিসীমা নির্ধারণ করতে পারেনি। রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির নেতা লেনিন কার্ল মার্কসের নির্দেশিত পথ ও আদর্শকে সৃজনশীলভাবে এগিয়ে নিয়ে যান এবং রাশিয়ার বিপ্লব সম্পন্ন করেন।

তাই বলা যায়, বলশেভিক বিপ্লব উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হওয়া সমাজ বদলের লড়াইয়ের চূড়ান্ত পরিণতি।

গ উদ্দীপকে রুপার বিয়ের অনুষ্ঠানে অভিনীত মঞ্চ নাটকটিতে সমাজতান্ত্রিক একটি পরিবেশ দেখানো হয়েছে। একে বাস্তবে রূপ দিতে চাইলে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই কেবল রাষ্ট্র সব দায়দায়িত্ব গ্রহণ করবে। সমাজতন্ত্র এমন একটি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা, যেখানে রাষ্ট্রের হাতে থাকবে সবকিছুর মালিকানা। সম্পত্তির কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না। প্রত্যেকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্র থেকে প্রয়োজনীয় সম্পদ গ্রহণ করবে। সবকিছুর মালিকানা থাকবে রাষ্ট্র। যখন সবকিছু এভাবে চলবে তখন তা হবে সাম্যবাদ। এরূপ সমাজে কোনো শ্রেণিবৈষম্য থাকবে না।

অনেকটা কাল্পনিক এরূপ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে রুপার বিয়ের মঞ্চে যে নাটক অভিনীত হয়, তা বাস্তবে পরিণত হবে। জনগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় সব চাহিদা সরকার তথা রাষ্ট্র পূরণ করবে। এমনকি বিয়েশাদির মতো সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো আয়োজনের দায়িত্বও থাকবে রাষ্ট্রের হাতে এবং যা কিছু করার সবকিছু রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হবে।

ঘ উদ্দীপকে রুপার বিয়ের অনুষ্ঠানে যে মঞ্চ নাটকটি অভিনয় করে দেখায় শিলা, শৈলী ও কনা। তাতে এ তিন জনই তিনটি ঐতিহাসিক দার্শনিক চরিত্রে অভিনয় করে। কণার চরিত্র ছিল সমাজতন্ত্রের জনক বিখ্যাত দার্শনিক কার্ল মার্কসের। মার্কস সমাজতন্ত্রের মূলতত্ত্ব দিয়ে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তার সঙ্গী ছিলেন এঙ্গেলস। কার্ল মার্কসের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি বিপ্লবকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি একইসাথে ইতিহাস, দর্শন ও অর্থনীতির ওপর আলোচনা করেন। ইউরোপের বিপ্লবী উত্থানের ফলে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত করার মধ্য দিয়েই শ্রেণিসংগ্রাম নিষ্পত্তি হতে পারে বলে মার্কস মনে করতেন। তিনি এঙ্গেলসকে সাথে নিয়ে 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' রচনা করেন। এটি তাঁর বিপ্লবী অনুপ্রেরণার অনন্য একটি নাম। এতে বলা হয়, "শৃঙ্খল ছাড়া প্রলেতারিয়েতদের হারাবার কিছুই নেই। জয় করার জন্য তাদের সামনে রয়েছে একটি বিশ্ব।" এরূপ বিখ্যাত উক্তির জন্য এটি বিপ্লবীদের নিকট বাইবেলতুল্য সমাদৃত হয়ে ওঠে। রুশ বিপ্লবের পেছনে কার্ল মার্কসের অবদানকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। মার্কসের শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস বিপ্লবীদেরকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। লেনিন মার্কসকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করে বিপ্লবকে সফল করেন। মার্কসের প্রতিটি লেখনি যেন খেটে খাওয়া-শোষিত-বঞ্চিত মানুষকে অনুপ্রাণিত করত। তার এ অনুপ্রেরণাকে কেন্দ্র করেই বিপ্লব সংঘটিত হয়। তাই একতা বললে অতিরিক্ত বলা হবে না যে, মার্কসের চরিত্রের প্রতিটি স্তরে বিপ্লবের অনুপ্রেরণা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৬ রাশিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কীভাবে বলশেভিক বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল স্যার এ বিষয়ে দলীয়ভাবে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে বললে ছাত্ররা 'গোলাপ' ও 'পদ্ম' এ দুই দলে ভাগ হয়ে গোলাপ দল রাশিয়ার সামাজিক অবস্থা এবং পদ্ম দল রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন জমা দেয়। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. সেইন্ট সাইমন কত সালে 'Letters of Genevan to this Contemporaries' গ্রন্থটি রচনা করেন। ১

খ. রুশ বিপ্লবের দার্শনিক পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. গোলাপ দলের আলোচিত বিষয়টি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পদ্ম দলের আলোচিত বিষয়টি বিশ্লেষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সেইন্ট সাইমন ১৮০২ সালে 'Letters of a Genevan to this Contemporaries' গ্রন্থটি রচনা করেন।

খ যেকোনো বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন জনগণের মনে বিপ্লবের প্রণোদনা সৃষ্টি করা। বলশেভিক বিপ্লবেও সেটির প্রয়োজন ছিল।

রুশ সাহিত্যিক পুসকিন, লিও টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি, ইভান প্রমুখ সাহিত্যিকগণ এবং বিভিন্ন দেশের দার্শনিকদের লেখনীতে জার শাসনের স্বেচ্ছাচারিতা শোষণ, নির্যাতনের ছবি ফুটে ওঠে। অতঃপর মহামতি লেনিন তার এপ্রিল থিসিসের মাধ্যমে শ্রমিক কৃষককে বিপ্লবের উপযুক্ত সময় ও কর্মকৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিলে বিপ্লব সংঘটিত হয়।

গ গোলাপ দলের আলোচিত বিষয়টি অর্থাৎ রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের সামাজিক কারণ পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

বলশেভিক বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়াকে আধুনিক ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালু ছিল। পুঁজিবাদের যুগেও রাশিয়ার গ্রামগুলোকে বর্বরদের আস্তানার সাথে তুলনা করা যেত। বিংশ শতকের শুরুতে রাশিয়ায় মোট জনসংখ্যার ৭.৭% ছিল কৃষক। অথচ জমির ওপর কৃষকের মালিকানা ছিল না। বিভিন্ন শ্রম আইন সত্ত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্বের সময়ে রুশ শ্রমিকদের দুর্দশা ছিল সীমাহীন। তাদের মজুরি ছিল সামান্য এবং শিক্ষা ছিল না।

শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ফলে তাদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে শ্রমিক ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে। বস্তুত রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণি ছিল মার্কসের "Das Kapital" বর্ণিত শোষিত, সর্বহারা প্রোলেতারিয়েতের আদর্শ দৃষ্টান্ত।

রাশিয়ার ক্রমাগত শ্রমিক ধর্মঘট ও আন্দোলন ১৯০৫ সালে বিপ্লবে রূপ নেয়। যার চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

ঘ পদ্ম দলের আলোচিত বিষয় অর্থাৎ বলশেভিক বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণ বলশেভিক বিপ্লব সংঘটনে মূল ভূমিকা রেখেছিল।

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় অর্থনীতি ছিল শোচনীয় ও পশ্চাৎপদ। কৃষিতে ভূমিদাস প্রথা ১৮৬১ সালে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার রহিত করণেও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশক থেকে শিল্পের বিকাশ শুরু হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশক থেকে রাশিয়ায় শিল্পের বিকাশ শুরু হয়। রাশিয়ায় রেলপথের দৈর্ঘ্য বাড়ে। দেশি-বিদেশি প্রচুর বিনিয়োগ ঘটে। ভারী শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রফতানি বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে। মস্কো, সেন্টপিটার্সবার্গ, দানবাস, সোতফ, উবাল, দানিয়েস্ক প্রভৃতি শহর শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। তবুও রাশিয়াতে মাথাপিছু শিল্প উৎপাদন জার্মানি থেকে ১৩, ইংল্যান্ড থেকে ১৪ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২১.৪ গুণ কম ছিল। কিন্তু রুশ শিল্পপণ্যের বৈদেশিক বাজার খুব সীমিত হওয়ায় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে অর্থনীতিতে পুনরায় মন্দা শুরু হয় যা রুশ জনজীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

গ্রামীণ রাশিয়া বিষয়ক মূল্যবান গ্রন্থে রবিনসন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে রুশ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন অথবা অবনয়ন যাই হোক না কেন দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল যা ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের অন্যতম কারণ।

প্রশ্ন ▶ ৭ সম্প্রতি বিশ্বে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের নাম খুবই আলোচিত। কেননা, তিনি জনগণের শত বিদ্রোহ ও আন্দোলন সত্ত্বেও ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে আছেন তার স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করে। তবে সরকারবিরোধী Syrian National Coalision আজও তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। SNC-এর আন্দোলনকে সাম্যকামী মানুষেরা স্বাগত জানিয়েছে। তাদের সাথে স্বৈরশাসনের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত আন্দোলন করে যাচ্ছে। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. টমাস ম্যুর কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ. ক্লড সেইন্ট সাইমনের পরিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত কোন বিষয়ের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত সময়ে ঐ দেশের সমাজে শ্রেণিপ্রথা বিদ্যমান ছিল? মতামত দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক টমাস ম্যুর ১৪৭৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

খ ফরাসি দার্শনিক ক্লড সেইন্ট সাইমন ছিলেন পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রবক্তা।

ক্লড সেইন্ট সাইমন ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মনে করতেন যে, ইউরোপ এক জটিল অর্থনৈতিক অসাম্যের মধ্যে অবস্থান করছে এবং এ অবস্থার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী ধারা পুনর্গঠন করতে হবে।

গ উদ্দীপকে আমার পঠিত বিষয় বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

উনিশ শতকের শেষ ভাগের পূর্ব পর্যন্ত রাশিয়ায় জারতন্ত্রের নিষ্পেষণমূলক শাসনের কারণে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটতে পারে নি। মধ্যবিত্তশ্রেণির অনুপস্থিতি এবং ভূমিহীন বা ভূমিদাসদের চরম আর্থিক অসংগতিও অভিজাততন্ত্রের দাপট এখানে কোনো রাজনৈতিক বিকাশ ঘটতে দেয় নি। মাঝে মধ্যে

কৃষক বিদ্রোহ ঘটলেও তা ব্যাপকভাবে সংগঠিত হতে পারে নি। এর ফলে উনিশ শতকে জারবিরোধী 'নিহিলিজম' ও 'নারোদিক আন্দোলন' নামক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সৃষ্টি হলেও সরকারের চরম দমননীতির কারণে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে উনিশ শতকের শুরুতে রাশিয়ার জারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। গ্রামাঞ্চলে কৃষক আন্দোলন বহুদিন থেকেই চলছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৮৯৮ সালে Social Damocratic Party-প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। এছাড়া শ্রমিক আন্দোলন, "Russian Social Democratic Labour Party"-এর আন্দোলন, ভূমিদাসদের বিদ্রোহ প্রভৃতির ফলে স্বৈরতন্ত্রের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে আলোচিত সিরিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনুরূপ। রাশিয়ার জারদের মতোই সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ যেকোনো মূল্যে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে চান। রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির ন্যায় সিরিয়ান ন্যাশনাল কেয়োলিশন পার্টিও সরকার বিরোধী আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, উদ্দীপকে সিরিয়ার পরিস্থিতি মূলত বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের ইঙ্গিতময় সময় অর্থাৎ বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার সমাজে শ্রেণিপ্রথা বিদ্যমান ছিল বলে আমি মনে করি।

বলশেভিক বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ার সমাজ অভিজাতশ্রেণি ও ভূমিহীনশ্রেণি-এ দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। রাশিয়ার এক সামাজিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, রাশিয়াতে প্রতি হাজার মানুষের মধ্যে মাত্র সতেরো জন অভিজাত আর বাকিরা ভূমিহীন। রাশিয়ার সকল জমিই ছিল রাজপরিবার ও সামন্ত অভিজাতশ্রেণির দখলে। বিশ শতকের শুরুতে রাশিয়ায় ১২৫.৬ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ৯৭ মিলিয়ন অর্থাৎ ৭৭% ছিল কৃষক। দেশের মোট উৎপাদনের প্রায় ৫০% কৃষি থেকে আসলেও কৃষকের ভূমির ওপর মালিকানা ছিল না। এছাড়াও শিল্পবিপ্লবের ফলে রাশিয়ার ভূমিহীনশ্রেণি শহুরে শিল্পশ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার স্বীকার করত না বিধায় শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার আদায় করা ছিল কষ্টসাধ্য। শ্রমিকদের সপ্তাহে ৬ দিন এবং প্রতিদিন গড়ে ১০-১২ ঘণ্টা কাজ করতে হতো।

বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে সেন্ট পিটার্সবার্গের একটি অ্যাপার্টমেন্টে কমপক্ষে ১৬ জন শ্রমিক বাস করত। ছোট্ট একটি কক্ষে কমপক্ষে ৬ জন লোক থাকত। এরূপ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণিপ্রথা এবং সেইসাথে শ্রেণি বৈষম্যও বিদ্যমান ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৮ মহান নেতা 'X' বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করেন। তিনি প্রবাস জীবনে থেকেও জনগণকে সংগঠিত করতে থাকেন অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে। দেশে ফিরে তিনি দেশের সংকটকে কাজে লাগিয়ে দলকে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেন যা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. ১৮৬২ সালে রাশিয়ার শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা কত ছিল? ১

খ. বলশেভিক এবং মেনশেভিক বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন নেতার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইতিহাসে তার অবদান পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৬২ সালে রাশিয়ায় সংঘটিত শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা ৯৬।

খ রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির দুটি উপদলের নাম বলশেভিক এবং মেনশেভিক।

সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি রুশ শিল্প শ্রমিকদের সাহায্যে জারতন্ত্রের উৎখাত এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু দলের রণকৌশল নির্ধারণে মতপার্থক্য দেখা দেওয়ায় ডেমোক্রেট দল দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বলশই থেকে বলশেভিক এবং ক্ষুদ্র অংশকে মেনশে, তা থেকে মেনশেভিক দল বলা হয়। এ সময় লেনিনের মতের অনুসারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় বলশেভিক নামে পরিচিতি লাভ করে। অন্যদিকে মার্তভ ও প্লেখানভের মতানুসারীরা সংখ্যালঘু হওয়ায় 'মেনশেভিক' নামে আখ্যায়িত হয়।

গ উদ্দীপকে বলশেভিক বিপ্লবের নেতা লেনিন-এর কথা বলা হয়েছে।

মূলত ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ ওরফে লেনিন ছিলেন একজন স্থানীয় স্কুল ইন্সপেক্টরের সন্তান। তিনি ১৮৭০ সালের ১০ এপ্রিল রাশিয়ার সিমব্রিসকে জন্মগ্রহণ করেন। তার বড় ভাই সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের লিডার ছিলেন। যখন তার ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন লেনিন বলেছিলেন, I'll make them pay for it. I Swear it. অতঃপর লেনিন ও তার মার্কসবাদী বন্ধুরা সন্ত্রাসবাদী পন্থা পরিত্যাগ করে মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি তার বন্ধুদের নিয়ে 'The Union of Struggle for the Emancipation of the Working Class নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯০৩ সালে তিনি 'বলশেভিক' নামে একটি পার্টি গঠন করেন। খাদ্য মূল্যবৃদ্ধি, শ্রমিকদের জার সরকারের স্বৈরতন্ত্র প্রভৃতির বিরুদ্ধে নির্যাতন লেনিনের এপ্রিল থিসিসের ভিত্তিতে বলশেভিকরা ২৪ অক্টোবর ১৯১৭ সালে একটি বিপ্লব সংঘটিত করে। যার প্রেক্ষিতে রাশিয়াতে সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মহান নেতা 'x' বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করেন। প্রবাসে থেকেও তিনি অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে সংঘটিত করেন। পরবর্তীতে দেশে ফিরে তিনি তার দলকে বিপ্লব সংঘটনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন।

উপর্যুক্ত তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে 'x' এর কার্যক্রম দ্বারা বলশেভিক আন্দোলনের মহান নেতা লেনিনের কথা বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপক তথা ইঙ্গিতকৃত নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন ছিলেন রুশ বিপ্লবের প্রধান নেতা। তিনি তার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

বলশেভিক বিপ্লবের দ্বারা সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন ও রাশিয়ার উন্নতি সাধনে লেনিনের কৃতিত্ব ছিল অতুলনীয়। এই বিপ্লবের মূল পরিকল্পনাকারী তাত্ত্বিক, সংগঠক, রূপকার এবং বিপ্লব পরবর্তী

সময়ে রাশিয়ার সমাজ গঠনের পরিকল্পনায় ছিলেন তিনি। বহু বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে তিনি সমাজতান্ত্রিক রুশরাষ্ট্রের পত্তন করেন। মার্কসীয় বিমূর্ত তত্ত্বকে রাশিয়ার জীবন ধারার উপযোগী করে তার Pragmative বা বাস্তব এবং সুযোগমতো প্রয়োগের দ্বারা তিনি ফলিত সাম্যবাদের নতুন পথ বিশ্বকে দেখান। জে. এন. ওয়েস্টউড তার রাশিয়ার ইতিহাসে বলেছেন যে, 'প্রখর রাজনৈতিক জ্ঞানের সাহায্যে, লেনিন মার্কসীয় তত্ত্বকে রাশিয়ার উপযোগী করে প্রয়োগ করেন। তার দৃঢ় ইচ্ছার প্রয়োগে তিনি কমিউনিস্ট রাশিয়া নামক রাষ্ট্র গঠন করেন।' বলশেভিক নেতাদের মধ্যে লেনিনই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি তার ভুল স্বীকার করার সততা ও সাহস দেখাতেন এবং ভুল স্বীকারের পর নীতি পরিবর্তন করার সাহস দেখাতেন। তিনি রাশিয়াকে সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে আসেন এবং তাতে সফল হন। পরিশেষে বলা যায় যে, রাশিয়াতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে লেনিন পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৯ রাশিয়ার একসময়ের চিত্র—

১. সমাজে ভূমিহীন ও অভিজাত দুটি শ্রেণি বিদ্যমান ছিল।

২. জমির ওপর কৃষকদের মালিকানা ছিল না।

৩. শিল্প শ্রমিকদের মানবেতর জীবনযাপন।

৪. ভূমিহীন শ্রেণির শিক্ষা-দীক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন সবদিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. পিয়েরে জোসেফ প্রুধো-এর সময়কাল কত ছিল? ১

খ. বলশেভিক বিপ্লবের পর রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে রাশিয়ার কোন সময়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি রাশিয়ার উক্ত সময়ের খণ্ডচিত্র মাত্র'- মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পিয়েরে জোসেফ প্রুধো-এর সময়কাল ছিল ১৮০৯-১৮৬৫ খ্রি.।

খ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পুঁজিবাদী অর্থনীতি বাতিল করে শিল্প কারখানা, খামার, ভূ-সম্পত্তি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি সকল কিছু রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়। এমনকি বৃহৎ জমিদারি, কুলাকদের সম্পত্তি ও কৃষকদের জমিও রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত করে সকলকে শ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জনে বাধ্য করা হয়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার সামাজিক অবস্থা বর্ণনা কর।

ঘ বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

প্রশ্ন ▶১০ কিছু মানুষ থাকে যাদের জীবন শুধুমাত্র ত্যাগের প্রতিমূর্তি। বলশেভিক বিপ্লবের সময়ে এমন একজন দার্শনিকের উদ্ভব ঘটে যিনি ছিলেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী সমাজতাত্ত্বিক। তার মতে, সম্পত্তি মানেই হলো চুরি। তার ধারণা ছিল ধ্বংসাত্মক বিপ্লবের পথে না গিয়েও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. কত সালে 'What is to be done' শিরোনামে পুস্তিকা বের হয়? ১

খ. বলশেভিক বিপ্লব পরবর্তী সংবিধান রচনা সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দার্শনিকের কর্মজীবন পাঠ্যবই অনুসারে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত দার্শনিকের দর্শনতত্ত্ব বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৩ সালে 'What is to be done' শিরোনামে পুস্তিকা বের হয়।

খ সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিপ্লব পরবর্তীকালে লেনিন রাশিয়ার নতুন সংবিধান প্রণয়ন করেন।

১৯১৭ সালের নভেম্বরে ক্ষমতা গ্রহণের পর সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি জাতীয় সংবিধান সভা গঠনের উদ্দেশ্যে বলশেভিক সরকার নির্বাচন প্রদান করে। ভোট গ্রহণের মধ্য পর্যায়ে লেনিন দেখেন অধিকাংশ মানুষ উগ্র সমাজতন্ত্রের বদলে মধ্যমপন্থি সমাজতন্ত্র চায়। এজন্য ২৪ ঘণ্টার মাথায় ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হয় এবং শুধু বলশেভিকদের নিয়ে সরকার চালানোর ব্যবস্থা করা হয়। পরে ১৯২৪ সালে স্থায়ী সংবিধান প্রণীত হয়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ পিয়েরে জোসেফ প্রুধোর কর্মজীবন আলোচনা কর।

ঘ পিয়েরে জোসেফ প্রুধোর দর্শনতত্ত্ব আলোচনা কর।

প্রশ্ন ▶১১ লুইজিয়ানা নিবাসী পিটার সিডল উগ্রপন্থী সংবাদপত্র সম্পাদনা করে নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হন। নির্বাসনে যেয়ে শ্রমিক শ্রেণির অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কাল মেনহেইমের সাথে যৌথভাবে একটি 'মেনিফেস্টো' রচনা করেন। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. সেইন্ট সাইমন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ. জার নিকোলাসের প্রাদেশিক সরকার গঠন সম্পর্কে বর্ণনা কর। ২

গ. পিটার সিডলের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন দার্শনিকের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত দার্শনিকের মতবাদের মূল সূত্র চারটি-বিশ্লেষণ কর। ৪